ফুলকপি ও বাঁধাকপি চাষাবাদ পদ্ধতি

ফুলকপি

মাটি ঃ আগাম ফসলের জন্য দোআঁশ এবং নাবি ফসলের জন্য এঁটেল ধরনের মাটি উত্তম। এঁটেল দোআঁশ মাটিতে জৈব সার প্রয়োগ করে ভাল ফসল ফলানো যায়।

জাত নির্বাচন আগাম জাত যেমন:- অগ্রাহনী, আর্লিপানাই, আর্লিস্নোবল, সুপার স্নোবল, ট্রপিক্যাল, স্নো-৫৫,সামার, ডায়মন্ড এফ ১, স্নো কুইন এফ ১, হিট মাস্টার ও হাইব্রিড জাত।

মধ্যম আগাম জাত- পৌষালী, রাক্ষুসী, স্নোবল এক্স, স্নোবল ওয়াই, হোয়াইট টপ, স্নোওয়েভ, বিগশট ইত্যাদি। নাবী জাত- মাঘী বেনারসি, ইউনিক স্নোবল, হোয়াইট মাউন্টেন, ক্রিস্টমাস, এরফাট ও হাইব্রিড জাত।

বীজের হার ও চারা উৎপাদনঃ চারা তৈরির জন্য ৩ x ১ মিটার আকারের বীজতলা তৈরি করতে হবে। প্রতি হেক্টর জমিতে ফুলকপি চাষের জন্য ৩০০-৩৫০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন। ফুলকপি চাষের জন্য ৩০-৩৫ দিন বয়সের চারা লাগাতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সে.মি এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪০ সে.মি হবে।

বপনের সময় ঃ ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য অক্টোবর) মাসে বীজ বপন করতে হয় এবং কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ (মধ্য নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর) জমিতে চারা রোপন করা যায়।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ / হেক্টর
ইউরিয়া	২৫০-৩০০ কেজি
টিএসপি	১৫০-২০০ কেজি
এমওপি	২০০-২৫০ কেজি
গোবর	১৫-২০ টন

সার প্রয়োগের পদ্ধতি ঃ জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর, সম্পূর্ণ টিএসপি ও অর্ধেক এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর চারা রোপনের ১ সপ্তাহ পূর্বে মাদায় দিয়ে মিশিয়ে রাখতে হবে। এরপর চারা রোপন করে সেচ দিতে হবে। ইউরিয়া ও বাকী অর্ধেক এমওপি সার ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা লাগানোর ৮-১০ দিন পর ১ম কিস্তি এবং চারা রোপনের ৩০ ও ৫০ দিন পর বাকী সার কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ঃ ফসলের নিবিড় যত্ন যেমন আগাছা দমন, সার প্রয়োগ, পানি, সেচ নিস্কাশন, আস্তরণ ভেঙ্গে দেওয়া এবং মাটি ঝুরঝুর রাখা আবশ্যক । ফুলকপির ফুলের রং ধবধবে সাদা রাখার জন্য কচি অবস্থা থেকে চারদিকের পাতা বেঁধে ফুল ঢেকে দিতে হবে। অন্যথায় সূর্যালোকে উন্মোচিত থাকলে ফুলের বর্ণ হলুদাভ হয়ে যায়।

পুষ্টি উপাদানের ঘাটতিজনিত সমস্যা ঃ মাটিতে বোরনের অভাবে পুষ্পমঞ্জরির গঠন ভালো হয় না। ফুলকপির রঙ বাদামি বর্ণের হয়, পুষ্পমঞ্জরির ভেতরটা ফাঁপা হয় এবং পঁচে যায়। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ৩ গ্রাম বোরাক্স প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজতলার চারা গাছে একবার, চারা লাগানোর ১ সপ্তাহ পর একবার এবং ৬/৭ সপ্তাহ পর আরেকবার গাছে ভালোভাবে স্প্রে করে দিতে হবে।

মলিবডেনামের অভাবে ফুলকপির পাতা সরু হয় ও বেঁকে যায়। সোডিয়াম মলিবডেট আধা গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বোরাক্সের সাথে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

বাঁধাকপি ও ফুলকপির রোগ দমন ঃ ফুলকপির মাথাপচাঁ রোগ দমনের জন্য প্রোভ্যাক্স বা নোইন দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে (২ গ্রাম / কেজি বীজ)। ইপ্রোডিয়ন এবং কাবেন্ডাজিম ছত্রাকনাশক পৃথকভাবে ০.২% হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

বাঁধাকপি ও ফুলকপির শিকড় পঁচা রোগ দমনের জন্য প্রোজাক্স বা কার্বোন্ডাজিম প্রতি কেজি বীজে ২-৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। ম্যানকোজেব ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে কপার অক্সিক্লোরাইড ২.৫ গ্রাম অথবা কার্বোন্ডাজিম ১ গ্রাম হারে ৭ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

অল্টারনারিয়া স্পট বা ব্লাইট রোগ দমনের জন্য রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে এবং প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম হারে বীজ শোধন করতে হবে।

বাঁধাকপি ও ফুলকপির পোকামাকড় দমন ঃ মাথাখেকো লেদাপোকা দমনের জন্য সম্ভব হলে হাত দিয়ে কীড়া ও ডিম সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। ভলিউম ফ্লেক্সি ৩০০ এসসি প্রতি লিটার পানিতে ৫ এমএল হারে মিশিয়ে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে

সরুই পোকা দমনের জন্য কীড়া এবং ডিম সম্ভব হলে হাত দিয়ে পিষে মারা। আক্রমন বেশি হলে প্রোক্লেম ৫ কেজি এসজি ১ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫-৭ অন্তর স্প্রে করতে হবে।

কাটুই পোকা দমনের জন্য একর প্রতি ৩০০ এমএল প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ এমএল ক্যারাটে মিশিয়ে সারির উপর দিয়ে গাছের গোড়া বরাবর ভালোভাবে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। স্প্রে শেষে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

বাঁধাকপি

জলবায়ু ও মাটি

প্রায় সবধরনের মাটিতে বাঁধাকপি জন্মানো যায়। তবে দোঁআশ ও পলি দোঁআশ মাটি উত্তম।

জাত নির্বাচন

বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী), বারি- বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত) বারি হাইব্রিড বাঁধাকপি ঈশা খাঁ, ব্রোনকো ও অন্যান্য হাইব্রিড জাত।

জমি তৈরি

গভীর চাষ দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙ্গে আগাছা পরিস্কার করে ভালোভাবে জমি তৈরি করতে হবে।

চারা রোপন

বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর চারা রোপনের উপযুক্ত হয়। উত্তমরুপে জমি তৈরি করার পর ১৫-২০ সে.মি. উঁচু ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হয়। পাশাপাশি ২ টি বেডের মাঝখানে ৩০ সে.মি. প্রশস্ত নালা রাখতে হবে। বেডের উপর ৬০ সে.মি. দূরত্বে ২ টি সারি করে ৪৫ সে.মি. দূরে দূরে চারা লাগাতে হবে।

বপনের সময়

ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য আগষ্ট থেকে মধ্য অক্টোবর) থেকে শুরু করে কার্তিক (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর) পর্যন্ত চারা রোপন করা যেতে পাবে। অগ্রহায়ন মাসে (মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর) রোপন করলে মাথা তেমন বাঁধে না ও অকালে ফুল এস যায়।

সারের পরিমান

সারের নাম	সারের পরিমান (কেজি/হেঃ)
ইউরিয়া	৩০০-৩৫০
টিএসপি	২০০-২৫০
এমওপি	২৫০-৩০০
গোবর	.৫-১০ টন

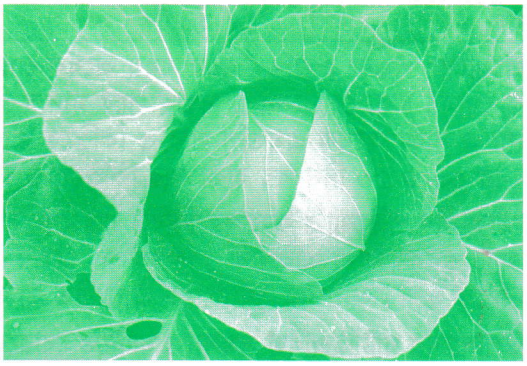

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর বা কম্পোষ্ট, টিএসপি ও ১০০ কেজি এমওপি সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ ইউরিয়া ও বাকি এমওপি সার ৩ কিস্তিতে চারা রোপনের ১০, ২৫ এবং মাথা বাঁধার সময় প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ উচ্চ ফলনের জন্য বাঁধাকপিতে চারা রোপনের ২০-৩০ দিন পর পর ২-৩ টা সেচ দিতে হবে।

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চারা রোপনের পর মাটি ঝুরঝুরে রাখতে হবে। এজন্য মাঝে মাঝে বিশেষ করে পানি সেচ দেওয়ার পর জমিতে 'জো' আসলে কোদাল দিয়ে হালকা কোপ দিয়ে মাটির উপরের আস্তরণ ভেঙ্গে দিতে হবে।

কৃষি বিষয়ক যে কোনো তথ্যের জন্য আপনার নিকটস্থ কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন। তাছাড়া কৃষিবিষয়ক তথ্য পেতে মোবাইল ফোন থেকে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কৃষি কল সেন্টারে ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করুন।

প্রচারে ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া।

মুদ্রণ সংখ্যা : ৫৫০০ কপি

প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.

মুদ্রণে : নিউ অগ্রণী প্রিন্টিং প্রেস, বড়গোলা, লালমাটিঘাট, বগুড়া। মোবা: ০১৭৫১-৫৮১০৫০